যুগান্তর
SEP 15 2002

অবরোধমুক্ত ঢাকা ভার্সিটি খুলছে ৩ অক্টোবর

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী ৩ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। এর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য হলগুলো খুলে দেয়া হবে। গতকাল সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেছেন, সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘ ৬৯ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর হবে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে পুলিশ-বিডিআর তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশের অবরোধমুক্ত হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি গতকাল এক জরুরি সাধারণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর যাতে তা অব্যাহতভাবে চলতে পারে সে লক্ষ্যে হলগুলো ও ক্যাম্পাসকে সব ধরনের বহিরাগতমুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। গতকাল বিকালে প্রশাসনিক ভবনে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১০ সদস্যের মধ্যে চারজন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে মতামত প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। মাত্র ১০ দিন আগে এমনই এক জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্তও স্থগিত করা হয়। সিন্ডিকেট সদস্য ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরীফ উল্লাহ ঢাকা ভার্সিটি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

ঢাকা ভার্সিটি : খুলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভূঁইয়া বলেছেন, যেহেতু আমরা সর্বশেষ সিদ্ধান্তের বৈধতার প্রশ্ন তুলেছিলাম এ কারণেই কোন মতামত দেইনি। সূত্র জানায়, সভায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়, ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং ছাত্রীদের নামে দায়েরকৃত মামলাও তুলে নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া যেতে পারে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র সংগঠন ও সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে সেগুলো পূরণ করা হবে। সভায় উপাচার্য ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিন্ডিকেট সদস্য স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মোঃ হাসানুজ্জামান, আফতাব আহমেদ, খন্দকার মাহাবুবউদ্দিন আহমাদ এমপি, বিচারপতি কেএম সোবহান, ড. এবিএম মাহমুদ, শরীফ উল্লাহ ভূঁইয়া ও কাজী শহীদুল্লাহ। শেষ চারজন মতামত প্রদান থেকে বিরত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ৪ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে এ আশঙ্কায় ১২ সেপ্টেম্বরের বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্ব সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছিল। এর পেছনে ছাত্রদলের কমিটি গঠনের পর সহিংসতা এবং বুয়েটের আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও ছিল। ইতিমধ্যে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। বুয়েট আপাতত বন্ধ রয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, গত কয়েকদিন পুলিশ-বিডিআরসহ বিপুলসংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের ছাত্র আন্দোলন আপাতত দমন করতে পারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে এখনও বিচার বিভাগীয় কমিশনের রিপোর্টে শামসুন্নাহার হলের ঘটনার জন্য যাদের দায়ী করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় এবং ছাত্রছাত্রীদের ৭ দফা দাবির বাস্তবায়ন না হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর আন্দোলন শুরু করবে বলে ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন সূত্র জানিয়েছে।

গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর ন্যক্কারজনকভাবে হামলা চালিয়ে পুলিশ কয়েকজন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। প্রবল ছাত্র আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ ২৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। এতে ছাত্র আন্দোলন আরও ফুঁসে ওঠে। সরকার ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম পদত্যাগে বাধ্য হন। ৩৭ দিন তদন্ত শেষে তদন্ত কমিশন ওই ঘটনার জন্য পুলিশ, উপাচার্য ও প্রক্টরকে দায়ী করে ১০ দফা সুপারিশসহ রিপোর্ট পেশ করে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সঙ্গে সব প্রশাসনিক বডি এবং ছাত্র সংগঠনের আলোচনার পর সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আলোচনার মাধ্যমে ৮ সেপ্টেম্বর হল এবং ১২ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডেকে আবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর মধ্যে বুয়েট পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কর্তৃপক্ষ বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করে এবং বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিপুলসংখ্যক বিডিআর ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ক্যাম্পাস ও শহীদ মিনার এলাকায় কোন মিছিল-সমাবেশ করতে দেয়নি। অবশ্য ইতিমধ্যে পুলিশ বেষ্টনী তুলে নেয়া হয়েছে। অবরোধমুক্ত করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এদিকে গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টায় শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় জরুরি সাধারণ সভা। সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রায় দুশ' শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থাকে সামনে [illegible] উত্তাপ নিয়ে এ সভা ডাকা হয়েছিল সভা শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] ঘোষিত হওয়ায় সেই উত্তাপ প্রশমিত হয়ে যায় [illegible] শান্তিপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দি[illegible]